এইচ এস সি বাংলা

জাদুঘরে কেন যাব আনিসুজ্জামান

প্রশ্ন ▶১ নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

[দি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর কোথায় ছিল? ১

খ. জাদুঘরের প্রধান কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকটির সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়গত অনৈক্য রয়েছে। আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বৃক্ষের মতো জাদুঘরও আমাদেরকে সার্থকতার গান শোনায়।'— তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর ছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে।

খ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও জাতিসত্তার পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও আনন্দ দান জাদুঘরের প্রধান কাজ।

জাদুঘর একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্যে জাদুঘরে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানারকম নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। জাদুঘরে মানুষ বিভিন্ন জাতিসত্তার পরিচয় লাভ করতে পারে। জানা ও অজানা বহুবিধ জিনিসকে চাক্ষুষ করতে পারার ফলে মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। মানুষ অন্তরে আনন্দ অনুভব করে। আর এগুলোই জাদুঘরের প্রধান কাজ।

গ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের বিবিধ দিক আলোচিত হয়েছে, কিন্তু উদ্দীপকের বিষয় জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক হওয়ায় প্রবন্ধ থেকে তা ভিন্ন।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লেখক জাদুঘরের উদ্ভব, বিকাশ, ক্রমপরিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, সমাজে এর উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্বের প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হওয়া থেকে আজ অবধি জাদুঘর কীভাবে বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জাদুঘরের বিবর্তনের সঙ্গে যে মানুষের নানাবিধ বিপ্লব এবং ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণ সম্পর্কিত, সে বিষয়েও নানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জাদুঘরের উপযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ প্রবন্ধের বিষয় যেখানে জাদুঘর, উদ্দীপকের বিষয় সেখানে বৃক্ষ ও মানুষের সম্পর্ক। উদ্দীপকে মানুষ কীভাবে বৃক্ষের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে পারবে তা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের ব্যবধানের বিষয়টিও ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটির সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়গত অনৈক্য রয়েছে।

ঘ বৃক্ষ ও জাদুঘর উভয়ই আমাদের আত্মবিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। এ বিবেচনায় আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের গুরুত্ব তুলে ধরে এর প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত জাদুঘর এমন এক সংগ্রহশালা যা বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। জাদুঘর পরিদর্শন আমাদের আত্মসচেতন করে তোলে। অতীতের নিদর্শনগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা ভবিষ্যতের দিশা খুঁজে পাই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। অর্থাৎ বৃক্ষের জীবন ও ক্রমবর্ধনকে অনুসরণ করলে আমরাও নিজেদের জীবন সার্থক করতে পারব। এখানে বৃক্ষ যে আমাদের সার্থকতার গান শোনায় তাই উদ্দীপকের মুখ্য বিষয়।

জাদুঘর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে আমাদের সার্থকতার পরিচয় বহন করে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, প্রকারভেদ এবং মানুষের জীবনে এর উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জাদুঘরে প্রকৃতিসৃষ্ট ও মানবসৃষ্ট বিস্ময়কর ও বিরল জিনিসের সংগ্রহ থাকে। এগুলো মানুষের সৃজনশীলতার পরিচায়ক। এছাড়া জাদুঘর নির্মাণের মধ্যে মানুষের জ্ঞানস্পৃহা এবং শিকড়সন্ধানী মানসিকতার যে পরিচয় মেলে তাও মানুষের সার্থকতার পরিচয় বহন করে। বৃক্ষের জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ করলে আমরা দেখব তার সমস্ত অর্জন গোটা পরিবেশের উপকারের জন্য। আর এতেই তার জীবনের সার্থকতা। মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যও এই সার্থকতা অর্জনের মাঝে নিহিত। বৃক্ষ ও জাদুঘর উভয়ের মাধ্যমেই মানুষ আত্মপরিচয় লাভ করতে পারে। সেদিক বিবেচনায় বৃক্ষের মতো জাদুঘরও আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

প্রশ্ন ▶২ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জাদুঘরটি পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শিল্পকলা ও অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ। এখানে দুটি বিষয়ের উপরে জোর দেয়া হয়েছে— ডায়নোসরের বিবর্তনবাদ ও মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব। সর্বোপরি এটি একটি সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান জাদুঘর।

[রংপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. অ্যাশমল কে ছিলেন? ১

খ. ব্রিটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাদুঘরের সাথে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩

ঘ. 'জাদুঘরের বহুমাত্রিকতা মানুষকে আকর্ষিত করে।'— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে পর্যালোচনা করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাশমল ইংরেজ পুরাকীর্তি সংগ্রাহক ছিলেন।

Teachingbd24.com

খ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে ব্রিটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে।

ব্রিটেনে প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে ১৭৫৩ সালে। এই জাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত যা ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর হিসেবে গড়ে উঠেছে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার বরার্ট কটন, আর্ল অব অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লি —এই তিনজন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাদুঘরের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাদৃশ্য রয়েছে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বর্ণিত ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর একটি প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত জাদুঘর। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ। এই জাদুঘরে বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি প্রভৃতির ব্যাপক সমাবেশ রয়েছে। অর্থাৎ জাদুঘরটি বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

উদ্দীপকে উনবিংশ শতাব্দিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে। যে জাদুঘরে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রের নানা নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই জাদুঘরে ডাইনোসরের বিবর্তনবাদ ও মূর্তিপূজায় প্রাচীনতত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আর এ বিষয়টি জাদুঘরের বৈচিত্র্যের দিকটিই প্রকাশ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত জাদুঘরের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'জাদুঘরের বহুমাত্রিকতা মানুষকে আকর্ষিত করে।' —মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বর্ণিত তথ্যানুসারে জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্য। জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনগুলিকে এর পরিচিতিমূলক বিবরণসহ এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয় যেন তা থেকে দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পারেন। পাশাপাশি আনন্দও পান। এভাবে জাদুঘর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু জাদুঘরের বহুমাত্রিকতা নির্দেশ করে। কারণ জাদুঘরে প্রদর্শিত পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শিল্পকলা ও অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি বিষয় মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। মানুষকে তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত করে। আর এসব বিষয় স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে আকর্ষিত করে থাকে।

উদ্দীপক ও প্রবন্ধের পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, জাদুঘর মানুষকে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। নিজের আত্মপরিচয়ের দিকটি তুলে ধরে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন জাদুঘরে বিভিন্নধরণের বিষয়ের সমাবেশ ঘটায় তা মানুষকে বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩ নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম, পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

[সিলেট ক্যাডেট কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. ব্রিটিশ মিউজিয়াম কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'— প্রবাদটি কোন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে? বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের অমিল কোন দিক থেকে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বৃক্ষের মতো জাদুঘরও আমাদেরকে সার্থকতার গান শোনায়— কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ মিউজিয়াম ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতীয় জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে 'জাদুঘর' শব্দটি ব্যবহারের যথার্থ যুক্তি দিতে না পারায় লেখক এ কথাটি বলেছিলেন।

লেখক অনুষ্ঠান শেষে 'জাদুঘর' শব্দটি ব্যবহারের আরও শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য অর্থ খুঁজে বের করেছিলেন। যা হয়তো গভর্নর সাহেব মেনে নিতেও পারতেন। কেননা জাদু শব্দটি ফারসি শব্দ, আর ঘর শব্দটি বাংলা। কিন্তু সময়মতো এসব যুক্তি মাথায় আসেনি বলে লেখক বাংলা প্রবাদ 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' উচ্চারণ করেছেন।

গ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকের বিষয় জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে উভয়ের মধ্যে অমিল দেখা যায়।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লেখক জাদুঘরের উদ্ভব, বিকাশ, ক্রমপরিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, সমাজে এর উপযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশ্বের প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হওয়া থেকে আজ অবধি জাদুঘর কীভাবে বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জাদুঘরের বিবর্তনের সঙ্গে যে মানুষের নানাবিধ বিপ্লব এবং ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণ সম্পর্কিত, সে বিষয়েও নানা তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জাদুঘরের উপযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ প্রবন্ধের বিষয় যেখানে জাদুঘর, উদ্দীপকের বিষয় সেখানে বৃক্ষ ও মানুষের সম্পর্ক। উদ্দীপকে মানুষ কীভাবে বৃক্ষের কাছ থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে পারবে তা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের ব্যবধানের বিষয়টিও ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটির সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়গত অমিল রয়েছে।

ঘ বৃক্ষ ও জাদুঘর উভয়ই আমাদের আত্মবিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। এ বিবেচনায় আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের গুরুত্ব তুলে ধরে এর প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুত জাদুঘর এমন এক সংগ্রহশালা যা বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। জাদুঘর পরিদর্শন আমাদের আত্মসচেতন করে তোলে। অতীতের নিদর্শনগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা ভবিষ্যতের দিশা খুঁজে পাই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বোঝা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। অর্থাৎ বৃক্ষের জীবন ও ক্রমবর্ধনকে অনুসরণ করলে আমরাও নিজেদের জীবন সার্থক করতে পারব। এখানে বৃক্ষ যে আমাদের সার্থকতার গান শোনায় তাই উদ্দীপকের মুখ্য বিষয়।

https://teachingbd24.com

জাদুঘর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে আমাদের সার্থকতার পরিচয় বহন করে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, প্রকারভেদ এবং মানুষের জীবনে এর উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জাদুঘরে প্রকৃতিসৃষ্ট ও মানবসৃষ্ট বিস্ময়কর ও বিরল জিনিসের সংগ্রহ থাকে। এগুলো মানুষের সৃজনশীলতার পরিচায়ক। এছাড়া জাদুঘর নির্মাণের মধ্যে মানুষের জ্ঞানস্পৃহা এবং শিকড়সন্ধানী মানসিকতার যে পরিচয় মেলে তাও মানুষের সার্থকতার পরিচয় বহন করে। বৃক্ষের জীবনের ক্রমবিকাশ লক্ষ করলে আমরা দেখব তার সমস্ত অর্জন গোটা পরিবেশের উপকারের জন্য। আর এতেই তার জীবনের সার্থকতা। মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্যও এই সার্থকতা অর্জনের মাঝে নিহিত। বৃক্ষ ও জাদুঘর উভয়ের মাধ্যমেই মানুষ আত্মপরিচয় লাভ করতে পারে। সেদিক বিবেচনায় বৃক্ষের মতো জাদুঘরও আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।

প্রশ্ন ▶৪ আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,
আমি এই বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরোশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে?
আমি এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম কোনটি? ১

খ. জাদুঘর আত্মপরিচয় লাভের সূত্র জাগায়, কীভাবে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বিধৃত দিকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট, দেশিক, কিন্তু 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট বৈশ্বিক— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম হলো, 'অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম'।

খ একটি জাতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে জাদুঘর আত্মপরিচয় লাভের সূত্র জাগায়।

কোনো দেশ বা জাতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে সে দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়। যা সে জাতির আত্মপরিচয়কে বিধৃত করে। জাদুঘরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শনের ভেতর একটি জাতির আত্মপরিচয় ফুটে উঠে। জাদুঘরে একটি দেশ বা জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা নিদর্শন সংরক্ষিত থাকে। এ বিষয়গুলো একটি জাতির মানবসত্তার সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে সহায়তা করে। এভাবে জাদুঘর মানুষের আত্মপরিচয়ের সূত্র সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে বিধৃত দিকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বিধৃত প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রের বিষয়টি প্রতিফলিত করে।

জাদুঘর আবহমানকালের জাতিগত ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে আকৃষ্ট ও সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মানুষকে নতুন প্রেরণার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। উদ্দীপকেও এমন জাতিগত পরিচয় ও ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

জাদুঘরে রক্ষিত নানা উপাদান-অনুষঙ্গ মূলত জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, রুচি, সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচয়ের মাধ্যমে জাতীয় চেতনাবোধ জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লেখক সে দিকটির প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। জাদুঘর প্রকৃত অর্থে, পুরনো দিনের সাথে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করে। উদ্দীপকের কবিও এই বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলার কথা বলে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। তেরশত নদী, চর্যাপদ, কৈবর্ত্যের বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলা প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্যিক প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বাঙালির জাতিগত সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। একাত্মা হয়েছেন বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে এই ধারাবাহিক ঐতিহ্য চর্চার দিকটি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তুলে ধরেছেন।

ঘ উদ্দীপকে কবি তুলে ধরেছেন স্বদেশভূম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, সুপ্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যের। আর 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশ্বগ্রামের চেতনা— মন্তব্যটি যৌক্তিক।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জাদুঘর হচ্ছে এমন একটি বৈশ্বিক ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে বিশ্ব মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। যাতে দেশকাল নির্বিশেষে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের মানুষরা সারা বিশ্বের ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

আর উদ্দীপকে দেশিক প্রেক্ষাপটে কবি তার জাতিসত্তা গড়ে ওঠার হাজার বছরের পেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। এতে করে বাঙালি জাতি তার আত্মপরিচয়ের সন্ধানে উৎসাহিত হবে, স্বদেশ-স্বজাতিকে ভালোবাসবে।

উদ্দীপকের দেশিক আর 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বৈশ্বিক চেতনার একটি বিষয় সমন্বিতভাবে প্রতিফলিত হয় যে, যুগে যুগে দেশে-দেশে জাতিগত কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে মানুষ নতুন নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু উদ্দীপকে বাংলাদেশের জাতিসত্তার হাজার বছরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে আর প্রবন্ধে জাদুঘরের বৈশ্বিক চেতনার একটি বিষয় অর্থাৎ সর্বজননীতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শনের কথা বলে হয়েছে। তাই বলা যায় মন্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৫ অনিক বন্ধুদের সাথে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে বনভোজনে যায়। কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র দেখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়িতে একটা সংগ্রহশালা নির্মাণ করে। সংগ্রহশালায় সকল কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে তথ্যকণিকা ও ছবি স্থান পায়। সেখানে গ্রামের শিক্ষিত মানুষদের আনাগোনা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

[মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. ব্রিটিশ মিউজিয়াম কোন শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. আবদুল মোনায়েম খান জাদুঘরকে মিউজিয়াম বলার পক্ষপাতী ছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ"— উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ মিউজিয়াম আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাদুঘর-এর 'জাদু' শব্দের প্রতি আপত্তি থাকার কারণে আবদুল মোনায়েম খান জাদুঘরকে মিউজিয়াম বলার পক্ষপাতী ছিলেন।

দ্বি-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী আবদুল মোনায়েম খানের ধারণা জাদুঘরের 'জাদু' শব্দের মধ্যে মায়া বা ভেলকিবাজের মিশ্রণ আছে। তাছাড়া বাংলায় জাদুঘর শব্দটি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই ব্যবহার করে। আর এ কারণেই তিনি মুসলমানদের জন্য জাদুঘর শব্দটির ব্যবহারে বিরোধিতা করেছিলেন এবং এর পরিবর্তে মিউজিয়াম শব্দ বলার পক্ষাপাতী ছিলেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় বর্ণিত মিউজিয়ামের উপকারী দিকটি ফুটে উঠেছে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জাদুঘর একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। এটি একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। এর কারণ জাদুঘরে জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্য রাখা হয়। ফলে মানুষ নিজের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। এর ফলে সে নিজের মেধা বিকাশের সুযোগ পায় এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ সুগম করে। এ কারণে আমাদের জীবনে জাদুঘরের উপকারিতা অপরিসীম।

উদ্দীপকেও সংগ্রহশালার উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কারণ সংগ্রহশালার মাধ্যমে কবি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও নানা তথ্য সংগ্রহ করে বাড়িতে সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে পারে। জ্ঞানের পরিধি এর দ্বারা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় বর্ণিত মিউজিয়ামের উপকারী দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ 'জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ'— উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধানুসারে জাদুঘর একটি দেশ, জাতি বা সভ্যতার অস্তিত্ব বহন করে। জাদুঘরে সংরক্ষিত নানা উপাদান জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব হয়। যার ফলে কেউ নিজের শেকড় সম্পর্কে জানতে পারে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। জাদুঘর থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এভাবে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের অনিক বন্ধুদের সাথে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে। এই জ্ঞান তাকে নতুন ভাবনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই ভাবনা থেকে সে একটা সংগ্রহশালা নির্মাণ করে। সেখানে দিন দিন মানুষদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, জাদুঘর বা সংগ্রহশালা একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ধারক ও বাহক। এসবের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও জাতিকে তার আত্মপরিচয়ের সূত্র জানানো। জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার আত্মপরিচয় লাভ করে। উদ্দীপকে অনিকের কুঠিবাড়ি ভ্রমণ তার জ্ঞানের পরিধি যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি তার চেতনার ভাবাদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছে অলক্ষ্যে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬ নালন্দা মহাবিহার হলো ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৫—৪১৬) খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ ঘটে। প্রথম দিকে ভারতীয় বৌদ্ধদের বৌদ্ধদর্শন আলোচিত হলেও কালক্রমে এখানে চীন, গ্রিস ও পারস্যের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করতেন। ফলে এটি বৌদ্ধবিহার থেকে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। *[মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. আলেকজান্দ্রিয়ায় পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল কোন শতাব্দীতে? ১

খ. আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকের নালন্দা মহাবিহার ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বর্ণিত আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরের পার্থক্য দেখাও। ৩

ঘ. 'কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও নালন্দা মহাবিহার ও আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরের প্রাচীনত্ব ও উৎপত্তিগত দিক মূলত একই' — উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আলেকজান্দ্রিয়ায় পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে।

খ আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর আজকের দিনের আধুনিক জাদুঘরের তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

পৃথিবীর প্রথম এই জাদুঘর অর্থাৎ আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল নিদর্শন, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদ উদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে এটা ছিল মুখ্যত দর্শনচর্চার কেন্দ্র।

গ উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের কার্যক্রম তথা তার গঠন-প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরটি ছিল পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর। এটি দর্শনচর্চার কেন্দ্র হলেও এই জাদুঘরে ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদ উদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা, যা নালন্দা-মহাবিহারে অনুপস্থিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক। কিন্তু নালন্দা মহাবিহারের সৃষ্টি হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে ধর্ম-চর্চার উদ্দেশে। আবার আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরে দর্শনার্থীরা আসত তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী, অন্যদিকে নালন্দায় আসত শিক্ষার উদ্দেশে।

উদ্দীপকে নালন্দা মহাবিহারের কথা বলা হয়েছে, যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কেননা এখানে শিক্ষার বিস্তার কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম দিকে সীমিত আকারে বৌদ্ধদর্শন শিক্ষা দেওয়া হতো এবং তা কেবল ভারতীয় বৌদ্ধদের। কিন্তু পরবর্তী সময়ে চীন, গ্রিস ও পারস্যের শিক্ষার্থীরা এখানে জ্ঞানলাভ করতে আসে এবং ধীরে ধীরে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ সকল বিষয় বিচারে আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর ও নালন্দা মহাবিহারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঘ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরের প্রাচীনত্ব ও উৎপত্তিগত দিকটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়া জাদুঘরটি আজকের দিনের আধুনিক জাদুঘরের তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এখানে ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদ উদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে এটা ছিল মুখ্যত দর্শনচর্চার কেন্দ্র। আর এই দর্শনচর্চাই ছিল নালন্দা মহাবিহারেরও লক্ষ্য।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে নালন্দা মহাবিহার ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রথম দিকে ভারতীয় বৌদ্ধদের বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে চীন, গ্রিস ও পারস্যের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে আসে। আর এই মহাবিহারটির উৎপত্তি হয়েছিল পঞ্চম শতকে। উৎপত্তিগত ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর এবং নালন্দা মহাবিহারের মিল অনেকাংশে বিদ্যমান।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের উৎপত্তি, বিকাশ ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে পৃথিবীর প্রাচীন জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে, যা নালন্দা মহাবিহারের প্রাচীনত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, যা নালন্দা মহাবিহারের প্রায় কাছাকাছি সময়। নালন্দা যেমন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, তেমনি আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরটিও পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর। আবার নালন্দা মহাবিহারের উৎপত্তি যেমন হয়েছিল বৌদ্ধদর্শনকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-চর্চার নিমিত্তে, তেমনি আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরটিও ছিল মুখ্যত দর্শনচর্চার কেন্দ্র হিসেবে। উভয় প্রতিষ্ঠানেই দর্শনচর্চা হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'জাদুঘরে কেন যাব' এবং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, 'কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও নালন্দা মহাবিহার ও আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘরের প্রাচীনত্ব ও উৎপত্তিগত দিক মূলত একই।'

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ গ্রীষ্মের ছুটিতে ইমা তার মামার সাথে দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে ঘুরতে গেল। জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর। বিভিন্ন জাদুঘর ঘুরে ঘুরে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে এখন দেশ ও দেশের ঐতিহ্য জানতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছে।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. মানুষ টাওয়ার অব লন্ডনে কী দেখতে যায়? ১

খ. মোনায়েম খান সেদিন রাগ করেছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. ঐতিহ্যকে লালন ও চর্চার মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতিকে চেনা যায়— উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ টাওয়ার অব লন্ডনে কোহিনুর দেখতে যায়।

খ 'মিউজিয়াম' শব্দের স্থলে 'জাদুঘর' শব্দটি মোনায়েম খানের মনঃপুত না হওয়ায় তিনি সেদিন রাগ করেছিলেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান ঢাকার জাদুঘরে গিয়েছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। সেখানে তুসরা হরফে লেখা নুসরাত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি; যা মূলত ষোলো শতকে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখণ্ড দেখে তাকে আল্লাহর কালাম ভেবেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যেখানে আল্লাহ্‌র কালাম থাকে তা জাদুঘর হতে পারে না। সে জন্য 'জাদুঘর' শব্দটিতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাছাড়া দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী মোনায়েম খান চাননি বাংলায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে জাদুঘরকে 'জাদুঘর' বলুক। মুসলিম ঐতিহ্যের নিদর্শন আছে এমন জায়গাকে হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমরা ভিন্ন কোনো নামে ডাকুক তাই তিনি চেয়েছিলেন। এসবই তাঁর রাগ করার কারণ ছিল।

গ উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের জাদুঘরের বৈচিত্র্যের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

জাদুঘর আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের জ্ঞানদান করে। আমাদের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ জানায়, চেতনা জাগ্রত করে আমাদের মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে। একেক ধরনের জাদুঘর একেক বিষয় ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

উদ্দীপকে ইমা বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘর দেখে বিস্মিত হয়েছে। সেখানে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা তাকে মোহিত করছে। এ অনন্য স্থাপনার সম্পর্কে জানতে পেরে গর্ববোধ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধেও বিভিন্ন ধরনের জাদুঘরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব মিউজিয়ামে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার। জাদুঘরের এই বিষয়গত ও গঠনগত বৈচিত্র্য উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায় 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের জাদুঘরের বৈচিত্র্যের দিকটিই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ জাদুঘরে রক্ষিত নানা উপাদান মূলত জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এসব বস্তু জাতীয় চেতনাবোধ জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাদুঘর পুরোনো দিনের সাথে বর্তমান সমাজের একটা যোগসূত্র তৈরি করে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতীতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারাবাহিকতায় নতুন প্রভাব ও প্রেরণা লাভ করে।

উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধে রক্তঝরা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অনন্য নিদর্শনসমূহ রক্ষিত আছে। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধেও এই বিষয়টি লক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক ঐতিহাসিক বস্তুসমূহের সংগ্রহশালা হিসেবে বিশ্বের বিখ্যাত অনেক জাদুঘরের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন।

জাদুঘরে রক্ষিত নানা ঐতিহাসিক নিদর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অতীতকে ভালোভাবে জানতে পারি। আমাদের দেশকে ভালোবাসার প্রেরণা পাই জাদুঘরে সংরক্ষিত স্থাপনা দেখে। জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণার জন্য। এভাবে জাদুঘর একটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৮ নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল বাহ্যিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর কোথায় ছিল? ১

খ. জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বৃক্ষের মতো জাদুঘরও আমাদের সার্থকতার গান শোনায়'— তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর ছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরে।

খ কোনো জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে।

কোনো দেশ ও জাতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানতে হলে সে দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন হয়। কোনো দেশের জাতীয় জাদুঘরে গেলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। জাদুঘরে বিভিন্ন রকম জিনিসের সাথে সাথে কোনো দেশের জাতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা ধরনের নিদর্শন সংরক্ষিত থাকে। এ বিষয়গুলো একটি দেশের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে সহায়তা করে। অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধানেও সাহায্য করে জাদুঘর। আর এভাবেই জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে।

গ বিষয়বস্তুর দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ করা যায়।

জাদুঘরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুবিধ নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। এগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জাদুঘরের উপযোগিতা সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে আংশিক মিল থাকলেও তা পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কারণ প্রবন্ধের বিষয় যেখানে জাদুঘর উদ্দীপকের বিষয় সেখানে বৃক্ষ ও মানুষের সম্পর্ক। উদ্দীপকে বৃক্ষ মানুষকে প্রেরণাদানকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাছাড়া জীবজন্তুর সাথে মানুষের পার্থক্যের কথাও বলা হয়েছে। তবে আত্মিক উন্নয়নের বিষয়টির সাথে জাদুঘর থেকে প্রাপ্ত চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আলোচনা শেষে এ কথা সত্য যে, উদ্দীপকের সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ৯ ফ্রান্সের লোকদের দেশাত্মজ্ঞান অমনি করেই হয় বলে তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনিই জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথ চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের। যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল কোথায়? ১

খ. জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'স্বদেশী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন ব্যতীত নাগরিকের মনে দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটতে পারে না।'— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়া নগরে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৮(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো— ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লক্ষ করা যায়, জাদুঘর হলো জাতির পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার স্থান। জাদুঘর সর্বজনীন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার জন্যে। জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিদর্শনগুলো প্রদর্শন করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখে।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ফরাসিদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তারা দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত জাতি। তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের নিয়েই তাদের ইতিহাস রচিত হয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি সচেতনতা থেকেই ফ্রান্সের লোকেরা জাতীয়তাবোধে ঋদ্ধ হয়েছে। তাদের এই ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতা 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের ভাবার্থ প্রকাশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'স্বদেশী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন ব্যতীত নাগরিকের মনে দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটাতে পারে না' – মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, জাদুঘর হচ্ছে এমন এক সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দেশাত্মজ্ঞান ও মেধাসত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় জাদুঘর।

উদ্দীপকে ফরাসিদের জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাস— ঐতিহ্যের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। শৈশব থেকে তারা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। এভাবে তাদের মধ্যে দেশাত্মজ্ঞানের স্ফূরণ ঘটে। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে জাদুঘরে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধ মতে, জাদুঘর যেকোনো জাতিরই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের একটি অনন্য স্থান। জাদুঘরের মাধ্যমে মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরে জনগণকে আকৃষ্ট করা হয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে। এসবের সমন্বয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মনে দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটে থাকে। অন্যদিকে, উদ্দীপকের ফরাসিরা তাদের নিদর্শনকে ঐতিহ্যের সাথে লালন করায় তাদের দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ১০ ল্যুভরে কিছু না হোক লাখ খানেক ছবি আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। ফরাসিরা এসব ছবি, মূর্তি সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলো যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় করে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসিরা হরণ করেছে শিল্প সম্ভার। কোন জাতি কোন জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস।

[জামুর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া | প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. কে দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন? ১

খ. ফরাসি বিপ্লব বলতে কী বোঝ?— বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বিধৃত অন্যের শিল্পসম্ভার হরণ করার প্রসঙ্গটি 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্যগত দিকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত যাচাই করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মোনায়েম খান দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

খ ফরাসি বিপ্লব ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব।

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি। আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার। এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

গ উদ্দীপকে বিধৃত অন্যের শিল্পসম্ভার হরণ করার প্রসঙ্গটি 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যের ঐতিহ্য হরণ করার প্রসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো প্রদর্শন করে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখে। এ নিদর্শনগুলো হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস-সংস্কৃতি সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দেয়। তাই রাজ্য জয়ের সময় বিজেতারা ধন-রত্ন হরণের সঙ্গে শিল্পসম্ভারও হরণ করে জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখে।

উদ্দীপকে ল্যুভর মিউজিয়ামের কথা বলা হয়েছে। যেখানে রাজ্য জয় করে বিজেতাদের হরণ করা অনেক শিল্পসম্ভার স্থান পেয়েছে, যা তাদের অতীত দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সংরক্ষিত ছবি ও মূর্তিগুলো থেকে বিভিন্ন

Teachingbd24.com

যুগের নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধেও লেখক তুলে ধরেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হরণকৃত শিক্ষাসম্ভারের দিকটি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে হরণকৃত নিদর্শন ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। অভিন্ন জীবন সংস্কৃতির প্রকাশক এসব নিদর্শন ইতিহাসকে ধারণ করে থাকে নিবিড়ভাবে। জাদুঘর সাজাতে হরণকৃত এই শিল্পসম্ভারের ব্যবহারের দিকটিই উদ্দীপকের সাথে আলোচ্য রচনার সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্যগত দিকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন মানবসত্তার অনুসন্ধানের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত।

জাদুঘরে না গেলে মানুষ আবহমানকালের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকবে। জাদুঘর পরিদর্শনে মানুষ তার জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে অভিন্ন মানবসত্তার অনুসন্ধানের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এ অনুসন্ধানে কোন পথ অবলম্বন করা হয়েছে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। উদ্দীপকের এ বিষয়টি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও জাতিকে আত্মপরিচয়ের সূত্র জানানোকেই প্রাবন্ধিক জাদুঘরের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। উপকরণ কীভাবে সংগৃহীত হয়েছে সেটাকে তিনি বড় করে দেখেননি।

জাদুঘরের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের মূল কথায় বলা হয়েছে, উপকরণ সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় না এনে উপাদান-অনুষঙ্গটি কতটা ইতিহাসসমৃদ্ধ সেটাই বিবেচনা করা উচিত। মূলত, জাদুঘর হচ্ছে আত্মঅনুসন্ধানের একটি মহৎ কেন্দ্র। এখানে উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি না ভেবে ঐতিহ্য অনুসন্ধানের বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ প্রবাসী বাঙালি বাবা-মার একমাত্র সন্তান নোভা এবার প্রথম বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশকে সে চিনতে চায়, জানতে চায়। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় যে এ দেশের সব জাদুঘর ঘুরে দেখবে। সে মনে করে একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আধার হচ্ছে জাদুঘর।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্যোক্তা কে? ১

খ. 'জাদু' শব্দটি দু ধরনের দ্যোতনা প্রকাশ করে'— উদাহরণসহ আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'জাদুঘরে কেন যাব'— প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশ করে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আধার হচ্ছে জাদুঘর'— উক্তিটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্যোক্তা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ 'জাদু' শব্দটি দ্বারা একদিকে বোঝায় 'কুহক' 'ভেলকি' 'ইন্দ্রজাল'; অন্যদিকে বোঝায় চমৎকার, মনোহর ও কৌতূহলদ্দীপক।

'আমার মেয়েটিকে বোকাসোকা পেয়ে ছেলেটি জাদু করেছে'— এই বাক্যে 'জাদু' শব্দটির একটি দ্যোতনা প্রকাশিত হয়েছে। যার অর্থ ছেলেটি— মেয়েটির ওপর কোনো ভেলকি প্রয়োগ করেছে বা ইন্দ্রজাল বিছিয়েছে। এটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে 'তোমার কণ্ঠে জাদু আছে।' এই বাক্যে 'জাদু' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ইতিবাচক অর্থে। যা দ্বারা মূলত বোঝানো হয়েছে চমৎকার বা খুব মোহনীয়।

গ জাদুঘর একটি দেশের সমগ্র ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক— উদ্দীপকটি প্রবন্ধের এই দিককে নির্দেশ করে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের উৎপত্তি, বিকাশ লাভ এবং জাতির প্রতিনিধিত্বকরণে এর ভূমিকার নানা বিষয় ফুটে উঠেছে। মানবজাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরতে জাদুঘরের বিকল্প নেই। জাদুঘরে সংগৃহীত নিদর্শনগুলো বিবরণসহ এমন আকর্ষণীয় ভাবে প্রদর্শন করা হয়, যার মাধ্যমে যে কেউ একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে।

উদ্দীপকের নোভা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসী। সে বাংলাদেশে এসে সব জাদুঘর ঘুরে দেখতে চায়। তার মতে, যেহেতু সে প্রথমবারের মতো দেশে এসেছে, জাদুঘরগুলো ঘুরে দেখতে পারলে সে দেশের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবে। কারণ জাদুঘরে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যত পরিবর্তন, পরিবর্ধন এই দেশে হয়েছে, সব কিছুর বর্ণনা দেওয়া আছে। দেশের ইতিহাস আর সংস্কৃতি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব জাদুঘরের মাধ্যমে। তাই সে দেশে এসে সব জাদুঘর ঘুরে দেখতে চায়। নোভা যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে জাদুঘরে আসতে চায়, প্রবন্ধেও জাদুঘরের এমন উদ্দেশ্যের কথাই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ 'জাদুঘর' একটি জাতির তথা দেশের সমগ্র বিষয়াদির প্রতিনিধিত্ব করে বিধায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

জাদুঘর একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। এখানে মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের নানা নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়। এখানে এসে দর্শনার্থীরা এসব বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারে। সবমিলিয়ে মানব জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় নানা ধরনের জাদুঘর, যেমন— বিজ্ঞান জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে প্রবন্ধের মতো বিস্তারিত ভাবে জাদুঘরের নানা দিক বর্ণনা না করা হলেও এখানে জাদুঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসা নোভার কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে। সে স্থির করে, বাংলাদেশের সবগুলো জাদুঘর ঘুরে দেখবে। জাদুঘরে গেলেই সে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ সবকিছু জানতে পারবে। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক, বিভিন্ন বিষয়, উদ্ভিদসমূহ সবকিছুর জন্য গড়ে ওঠেছে নানা রকম জাদুঘর। সেখানে গেলে নোভা দেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে সে মনে করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে নোভা জাদুঘর সম্পর্কে যে উক্তিটি করেছে, তা প্রবন্ধে বর্ণিত জাদুঘরের ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। এই উক্তির মাধ্যমে জাদুঘরের গুরুত্ব এবং দেশকে চিনতে এর ভূমিকার কথাই ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধে নানা বিষয়ের বর্ণনার মাধ্যমেও এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে। একটি দেশের সবকিছুর নিদর্শন জাদুঘরে বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। প্রবন্ধে নানা দেশের নানা রকম জাদুঘর কীভাবে সেসব দেশ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেয়, সেটি বলা হয়েছে। ঠিক তেমনি নোভার উক্তি দিয়ে বাংলাদেশের জাদুঘরগুলো কীভাবে তাকে দেশ সম্পর্কে ধারণা দিবে সেটা প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎ প্রসিদ্ধ ল্যুভের ছাড়া লুকশাবুর্গ, ক্রোকাদেরো, গিয়ে ইত্যাদি আরও ডজন খানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। ল্যুভরে ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। তার আকার এত বড় যে একটা জাদুঘর নয় একটা জাদুপাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দুদিন লেগে যায়। ফরাসিরা এসব ছবি, মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে। এদের অনেকগুলো যুদ্ধলব্ধ।

[কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

Teachingbd24.com

ক. Archaeology শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'ফরাসি বিপ্লব' কী বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি উঠে এসেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "ফরাসিরা যে চেতনায় সারা বিশ্ব থেকে ছবি, মূর্তি সংগ্রহ করেছে, 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের লেখকও অনুরূপ চেতনায় সবাইকে জাদুঘরে যেতে বলেছে।"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক Archaeology শব্দের অর্থ পুরাতত্ত্ব।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বর্ণিত জাদুঘরের বৈশিষ্ট্যের দিকটি উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

'জাদুঘরে কেন যাব' লেখক জাদুঘরের নানারকম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। জাদুঘরে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। সংগৃহীত নিদর্শনগুলোকে জাদুঘরে যথাযথভাবে পরিচিতিমূলক বিবরণসহ প্রদর্শন করা হয় যাতে দর্শকরা জানতে ও আনন্দ লাভ করতে পারে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করে জাদুঘর। এটি মূলত মানবজীবনের আত্মপরিচয় তুলে ধরে।

উদ্দীপকে ফরাসিদের মিউজিয়াম বা জাদুঘরের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। ফরাসিদের এই মিউজিয়ামগুলোকে বলা হয় তাদের জাতীয় সম্পদ। ছোট বড় ডজন খানেক মিউজিয়াম রয়েছে পারীতে। সেখানে রয়েছে জগৎ বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়াম। এছাড়াও রয়েছে লুকশাবুর্গ, ক্রোকাদেরো, গিয়ে ইত্যাদি। ল্যুভর-এর ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না। এটি আকারে এত বড় যে সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দুদিন লেগে যায়। নানা উপায়ে তারা এসব সংগ্রহ করেছে। উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধ বিবেচনা করলে আমরা পাই জাদুঘরের সংগ্রহশালা আমাদের সচেতন ও জ্ঞানী করে তোলে। ইতিহাস, ঐতিহ্যসহ একটি দেশের পরিচয় লাভ করি আমরা জাদুঘর থেকে। জাদুঘর আমাদের জানার আগ্রহকে শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের জাদুঘরের বৈশিষ্ট্যর বিষয়টি উঠে এসেছে।

ঘ ফরাসিরা যে চেতনায় সারা বিশ্ব থেকে ছবি, মূর্তি সংগ্রহ করেছে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের লেখকও অনুরূপ চেতনায় সবাইকে জাদুঘরে যেতে বলেছে।— মন্তব্যটি যথার্থ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আনিসুজ্জামান বলেছেন, জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়ের সূত্র জানানো। আমরা আমাদের আত্মপরিচয় লাভের জন্যই জাদুঘরে যাই।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, ফরাসিদের জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। তাদের বিশ্বখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামের কোনো তুলনাই হয় না। এটি আকারে এতটাই বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সমস্তটি একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে দেখতে দুদিন লেগে যায়। ছোট বড় ডজন খানেক মিউজিয়াম ফ্রান্সের প্যারিস বা পারী শহরে। ফরাসিরা জাদুঘরের এসব ছবি, মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে। এদের অনেকগুলোই যুদ্ধলব্ধ।

উদ্দীপকের বক্তব্য থেকে জানতে পাই, জাদুঘরের সংগ্রহ এতটাই সমৃদ্ধ যে সেগুলো তাদের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। কারণ একটি জাতির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই ঐ জাতির পরিচয়। তাদের বিশাল সংগ্রহ থেকে তাদের নাগরিক তথা বিশ্বাসী ঐ দেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। অন্যদিকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লেখক আমাদের সেই বিষয়টি তুলে ধরে ধরেছেন। জাদুঘর পরিদর্শন করে দেশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে নিজেদের মধ্যে নাগরিক চেতনা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের মনোভাব অর্জনের দিকে মনোযোগী হবার আহ্বান জানিয়েছেন লেখক। কাজেই প্রশ্নোক্ত বক্তব্য যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিশ্ব আজ এক আজবখানা। এ আজব বিষয়গুলো জানার জন্য, চেনার জন্য, জাদুঘরের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের সব দেশে জাদুঘর সমাদৃত। জাদুঘর হচ্ছে অতীত ও সমকালীন উপাদাননির্ভর একটি চলিষ্ণু শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র বিশেষ। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বরূপ উন্মোচনের সব তথ্য ও উপাদানের সঙ্গে একজন দর্শনার্থী তার ধারণাকে মেলাতে পারে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. কোন শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি? ১
খ. জাদুঘর কীভাবে জনসাধারণের জন্য অবারিত হয়, লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার উদ্দেশ্য অভিন্ন— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ষোলো শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয়নি।

খ গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে জাদুঘর জনসাধারণের জন্য অবারিত হয়।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পরে পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘর গড়ে তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে এ সকল জাদুঘর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকত না। রাজা ও সামন্ত প্রভুরা যেসব জাদুঘর গড়ে তুলতেন তাতে থাকত ঐসব মহাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের নিদর্শন। ষোলো শতকের পরে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্যোগে জাদুঘর গড়ে ওঠে। গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে এ সকল জাদুঘর সকলের জন্য অবারিত হয়।

গ জাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরায় জাদুঘরের ভূমিকা বর্ণনায় উদ্দীপকের সঙ্গে 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনাটির সাদৃশ্য রয়েছে।

জাদুঘর হলো এমন একটি জায়গা, যেখানে কোনো দেশ বা জাতির অতীত সম্বলিত নানা তথ্যাদি, মূর্তি, ভাস্কর্য, শিলালিপিসহ নানা ঐতিহাসিক জিনিসপত্র সংরক্ষিত থাকে। জাদুঘরে প্রদর্শিত বিষয়গুলো থেকে জাতি তার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে। জাতির সামগ্রিক উত্থান-পতনের ইতিহাস ধারণ করে এটি।

উদ্দীপকে জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘরের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব এক আজবখানা। বিশ্বের আজব ও বিস্ময়কর বিষয়গুলো জানার জন্য জাদুঘরের কোনো বিকল্প নেই। জাদুঘর হলো অতীত ও সমকালীন উপাদাননির্ভর একটি চলিষ্ণু শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র। জাদুঘর জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেয়। 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে লেখক জাদুঘরকে জাতির ইতিহাসের ধারক ও বাহক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানেও লেখক বলেছেন জাদুঘর হচ্ছে একটা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। জাতির স্মরণীয় এবং বরণীয় মানুষ ও ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়া জিনিসপত্রের সমারোহে গড়ে ওঠে একটি জাদুঘর। এটা নতুন প্রজন্মের কাছে শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত হয়। উদ্দীপকেও একই রকম ভাষ্য পাওয়া যায়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার উদ্দেশ্য অভিন্ন— মন্তব্যটি ঐতিহ্য সচেতনতার দিক থেকে যথার্থ।

জাদুঘর মূলত একটি সংগ্রহশালা। এখানে বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসহ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়। দর্শনার্থীরা এসব দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং তারা জাতীয় চেতনার ভাবাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে জাদুঘরের স্বরূপ ও এর গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব এক আজবখানা। আর বিশ্বের এই আজব ও বিস্ময়কর জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতূহল বেশি থাকে। জাদুঘরে গিয়ে মানুষ এ আজব বিষয়গুলো জানার ও দেখার সুযোগ পায়। বিশ্বজুড়ে তাই অসংখ্য জাদুঘর গড়ে উঠেছে। সেসব জাদুঘরে প্রতিদিন অগণিত মানুষ যাচ্ছে। তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে থরে থরে সাজিয়ে রাখা বস্তু। এতে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় চেতনাবোধকেও করছে শানিত।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের লেখকের মূল উদ্দেশ্য হলো জাদুঘরে যাওয়ার প্রতি আমাদের আগ্রহ তৈরি করা। এ প্রবন্ধে জাদুঘরে মানুষ কেন যাবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের জাদুঘর এবং জাদুঘরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। জাদুঘরগুলো অতীত সংস্কৃতি ধারণ করে এবং তা নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করে। এভাবে নতুন প্রজন্ম তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। উদ্দীপকের উদ্দেশ্যও একই রকম। এখানে জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে জাতিসত্তা রক্ষায় এর ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। জাদুঘরে গিয়ে দর্শনার্থীরা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বরূপ উন্মোচনের সব তথ্য এবং উপাদান সম্পর্কে জানতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' রচনার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী হাবিব বন্ধুদের সঙ্গে জাতীয় জাদুঘরে বেড়াতে যায়। সেখানে সে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অনেক স্মারক দেখতে পায়। সে দেখল মসলিন শাড়ি, প্রাচীন আমলের নানা মুদ্রা, রাজা-বাদশাহদের ব্যবহার্য নানা সামগ্রী।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম কোথায় গড়ে ওঠে? ১

খ. মিউজিয়ামকে 'জাদুঘর' বলায় গভর্নরের আপত্তি কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের কোন চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জাদুঘর যেকোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক"— উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে ব্রিটেনে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বর্ণিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় জানার জন্য জাদুঘরে সংরক্ষিত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশ ও জাতির নানা ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে। যেগুলো দেখে কোনো জাতি তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। নিজেদের ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে আত্মবিকাশের তাগিদে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

উদ্দীপকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী হাবিব তার বন্ধুদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘরে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা নিদর্শন দেখতে পায়। তারা এ দেশের অতীত গৌরব মসলিন শাড়ি, প্রাচীন আমলের নানা মুদ্রা ও রাজা-বাদশাহদের ব্যবহার্য নানা সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। জাদুঘরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ জাদুঘর কোনো জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয় বলে তা যেকোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক বলে ধরে নেওয়া যায়।

জাদুঘর কোনো জাতির আত্মপরিচয় প্রকাশ করে। জাদুঘরে সংরক্ষিত নানা উপাদান কোনো জাতির অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি, নৃতাত্ত্বিক, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার ধারণা দিয়ে থাকে। এসবের মাধ্যমে মানুষ তার শেকড়ের সন্ধান লাভ করে। তার ভেতরে দেশের প্রতি দরদ বৃদ্ধি পায়। সে ঐতিহ্যসচেতন হয়।

উদ্দীপকের হাবিব তার বন্ধুদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘরে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা স্মারক দেখতে পায়। এসবের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হয়। যা তাদেরকে দেশকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে। আলোচ্য রচনার লেখকও জাদুঘরের এ উপযোগিতার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর রচনায়।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের গুরুত্ব ও উপযোগিতার দিকটি উঠে এসেছে। জাদুঘর একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান সেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। এখানে নিদর্শনগুলোকে যথাযথ পরিচিতিমূলক বিবরণসহ প্রদর্শনী করা হয় যা থেকে দর্শকরা সহজেই নিজ দেশ ও জাতির অতীত সম্পর্কে ধারণা পায়। ফলে জাতি তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান লাভ করে। তাই বলা যায়, "জাদুঘর যেকোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক"— উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রাজধানী ঢাকা শহরের বিজয় সরণীতে বাংলাদেশের সামরিক জাদুঘর অবস্থিত। জাদুঘরটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য-সংক্রান্ত নিদর্শন ও বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে জাদুঘরটি সজ্জিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের ব্যাজ, পোশাক, অস্ত্র, গোলাবারুদ, ক্যানন, এন্টি-এয়ারক্রাফট-গান এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যানবাহন জাদুঘরটিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ▮ প্রশ্ন নম্বর-৩]

ক. সামরিক জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. সামরিক জাদুঘর কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের কোন বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে বাংলাদেশের সামরিক জাদুঘরের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশ দ্বারে সামরিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

Teachingbd24.com

খ মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এবং দেশপ্রেম চেতনা সঞ্চারিত করার জন্য সামরিক জাদুঘর প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে বিজয় সরণিতে অবস্থিত সামরিক জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক। এছাড়া সেখানে আছে প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান। আর ঐতিহাসিকভাবে এমন জিনিস প্রদর্শন ও সংরক্ষণের জন্য সামরিক জাদুঘর প্রয়োজনীয়।

গ উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের সামরিক জাদুঘরের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে জাদুঘরের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সামরিক জাদুঘরের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক জাদুঘর ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন সমরাস্ত্র সেখানে সংরক্ষিত। মুক্তিযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্মারকও দেখার ব্যবস্থা আছে।

অন্যদিকে, উদ্দীপকেও সামরিক জাদুঘরের উপযোগিতার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য সংক্রান্ত নিদর্শন ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে জাদুঘরটি সজ্জিত। ১৯৭১ সালের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডদের কাজ, পোশাক, অস্ত্র, গোলা বারুদ এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন জাদুঘরটিতে সংরক্ষিত। আর উদ্দীপকের এই উল্লেখ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে উল্লিখিত সামরিক জাদুঘর সম্পর্কিত আলোচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে উল্লিখিত সামরিক জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ ও সামরিক বাহিনীর ইতিহাস জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে সামরিক জাদুঘরের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ও সামরিক আয়োজন সম্পর্কে। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য সংক্রান্ত নিদর্শন ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে জাদুঘরটি সজ্জিত। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারদের ব্যাজ, পোশাক, অস্ত্র গোলা বারুদ, ক্যানন, এন্টি-এয়ারক্রাফট-গান ইত্যাদি সেখানে প্রদর্শনের জন্যে সংরক্ষণ করা আছে।

উল্লিখিত, আলোচনায় আমরা দেখলাম সামরিক জাদুঘর আমাদের সেনাবাহিনীর ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শুধু নিদর্শন সংগ্রহ নয় সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মাঝে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে সেই ইতিহাস জ্ঞানের প্রসার ঘটাচ্ছে। আর এমন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর।

প্রশ্ন ▶ ১৬

[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-২]

ক. টাওয়ার অফ লন্ডনের মূল অংশে কী রয়েছে? ১

খ. বিভিন্ন শ্রেণির জাদুঘর গড়ে ওঠার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশ করে? দেখাও। ৩

ঘ. 'বর্তমান জাদুঘরে আছে নানা বৈচিত্র্য'— উদ্দীপক এবং 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক টাওয়ার অফ লন্ডনের মূল অংশে রয়েছে সাদা পাথরের গম্বুজ।

খ সংগ্রহের বিষয় ও গঠনগত কারণে বিভিন্ন শ্রেণির জাদুঘর গড়ে উঠেছে।

প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, মানববিকাশ, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় জাদুঘরে স্থান পায়। এসব বিষয়কে বিভিন্ন সংগ্রহশালার মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। এগুলোর আলাদা বৈচিত্র্য তুলে ধরতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শ্রেণির জাদুঘর গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের বিভিন্ন শ্রেণির জাদুঘর গড়ে ওঠার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি জাদুঘর রয়েছে। প্রশাসনের দিক থেকে জাতীয় জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর রয়েছে। এসব জাদুঘর গঠনগত ও বিষয়াঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও জাদুঘর গড়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে এ ধরনের কয়েকটি জাদুঘর দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘর রয়েছে। এটিতে যেসব বিষয় স্থান পায়, আঞ্চলিক জাদুঘরে তার থেকে আরো ভিন্ন ধরনের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তিগত জাদুঘরও দেখানো হয়েছে। এসব চিত্র তুলে ধরে দেখানো হয়েছে মানুষের জীবনে যেমন বিভিন্ন চাহিদা থাকে তেমনি বিভিন্ন ধরনের জাদুঘরে মানুষের যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আর এ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করতেই কয়েকটি ভিন্ন আঙ্গিকের জাদুঘর তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধে বেশ কিছু জাদুঘরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের জাদুঘরের বিভিন্ন গঠনগত দিকটিই তুলে ধরেছে।

ঘ গঠনগত ও সংগ্রহের ভিন্নতা অনুসারে বর্তমান জাদুঘরে আছে নানা বৈচিত্র্য— কথাটি যথার্থ।

জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে তা চমকপ্রদ, অনন্য, লুপ্তপ্রায় বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। জাদুঘরের এ বিষয়গুলো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে থাকে না। এটা বিভিন্ন ধরনের জাদুঘরের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে।

উদ্দীপকে জাদুঘরের বৈচিত্র্য এ বিষয়কেই নির্দেশ করে। উদ্দীপকে জাতীয়, আঞ্চলিক, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ব্যক্তিগত জাদুঘরকেও দেখানো হয়েছে। এতে জাদুঘরের বৈচিত্র্যই ফুটে ওঠে। উল্লিখিত জাদুঘরগুলো তুলে ধরার মূল কারণ হলো মানুষ এসব জাদুঘরের কোনটিতে যাবে এবং কেন যাবে তা জেনে যেতে পারবে। কেননা জাদুঘরগুলো বৈচিত্র্যময় বিষয়ের আঙ্গিকে সাজানো আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন নির্দশন মানুষের জন্য আলাদা করে রাখা হয় জাদুঘরে। এজন্য জাদুঘরের গঠনেও আসে নানা বৈচিত্র্য। এটি প্রবন্ধে যেমন গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি উদ্দীপকে ভিন্ন কয়েকটি জাদুঘর তুলে ধরে দেখানো হয়েছে।

https://teachingbd24.com